আমার হিরো - তুমি

ছোটোদের কোভিড-১৯ এর
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গল্প

April 2020

Acknowledgement

UNICEF has adapted the *Tum hi ho meri hero* book from the original English edition of "My Hero is You: How Kids Can Fight COVID-19!" brought out by the Inter-Agency Standing Committee (IASC) in April 2020. UNICEF gratefully acknowledges the source material, courtesy the IASC. The translation and adaptation were done in collaboration with New Concept Centre for Development Communication (NCCDC).

This translation/adaptation was not created by the IASC. The IASC is not responsible for the content or accuracy of this translation. The original English edition "Inter-Agency Standing Committee. My Hero is You: How Kids Can Fight COVID-19! Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO" shall be the binding and authentic edition.

For more information, please contact:

C4D Specialist/Child Protection Specialist

United Nations Children's Fund
UNICEF House, 73 Lodi Estate, New Delhi
Tel: + 91 11 2469 0401
Website: www.unicef.in

কৃতজ্ঞতা

'আমার হিরো- তুমি' এই গল্পটি ইউনিসেফ, ইংরেজি গল্প "My Hero is You: How Kids Can Fight COVID-19!" টির অবলম্বনে প্রস্তুত করেছে। ইংরেজি গল্পটি প্রস্তুত করেছেন ইন্টার - এজন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি, এপ্রিল ২০২০। ইউনিসেফ IASC-এর কাছে কৃতজ্ঞ এই গল্পটি প্রস্তুত করার জন্য এবং তার অনুবাদ করতে দেওয়ার জন্য।

অনুবাদের প্রস্তুতিকরণ করেছে নিউ কনসেপ্ট সেন্টার ফর ডেভেল্যাপমেন্ট কমিউনিকেশণ (NCCDC)।

এই অনুবাদ/পরিমার্জন ইন্টার - এজন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি (IASC) দ্বারা কৃত নয়। IASC বিষয়বস্তু অথবা অনুবাদের শুদ্ধতার জন্য দায়ী নয়। মূল ইংরেজি সংস্করণ: "Inter-Agency Standing Committee. My Hero Is You: How Kids Can Fight COVID-19! Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO shall be the binding and authentic edition."

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
সি ৪ ডি বিশেষজ্ঞ / শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ
জাতিসংঘের শিশু তহবিল
ইউনিসেফ হাউস, ৭৩ লোদি এস্টেট, নয়া দিল্লি
টেলিফোন: +৯১ ১১ ২৪৬৯-০৪০১
ওয়েবসাইট: www.unicef.in

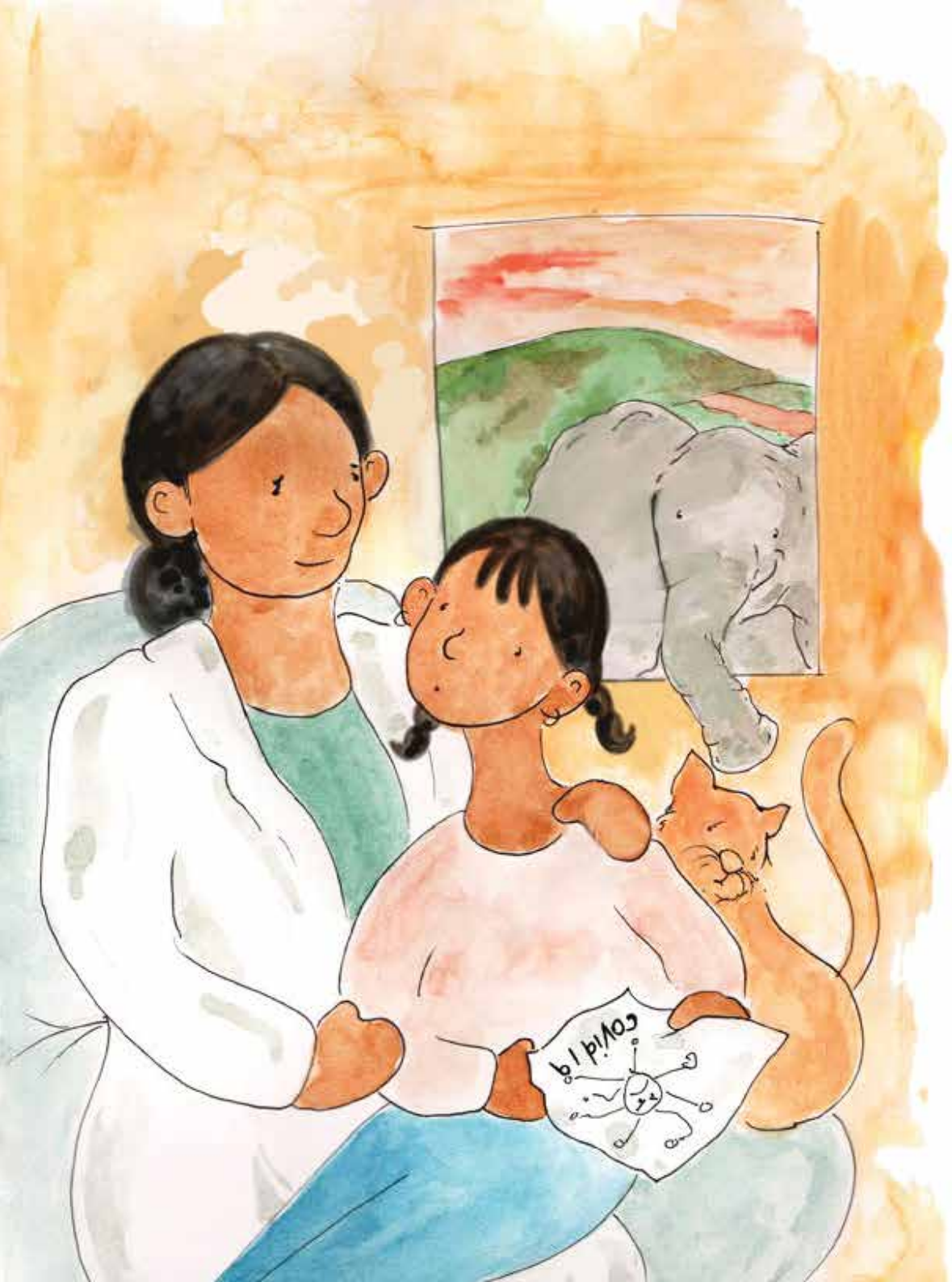

‘আমার হিরো- তুমি’ ছোটোদের কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গল্প

সারার জন্য তার মা শ্রেষ্ঠ হিরো আর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। কিন্তু তাও ওর মা করোনা ভাইরাসের পুরোপুরি ভাবে চিকিৎসা করতে পারেনি।

সারা তার মা কে জিজ্ঞাসা করে, ‘মা, কোভিড-১৯ ভাইরাসটা কেমন দেখতে ?’

মা তাতে উত্তর দেন, , ‘কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস খুব ছোট একটা জীবাণু, এতটাই ছোট যে তা চোখেই দেখা যায় না। এটা মানুষের সর্দি আর কাশির সাথে থাকে, আর যখন অসুস্থ মানুষ হাঁচে বা কাশে, তার থেকে ছড়িয়ে পড়ে। যাদের মধ্যে এই ভাইরাস থাকে, তাদের হয়ত জ্বর বা নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে পারে।’

সারা আবার প্রশ্ন করে, ‘তার মানে আমরা কোভিড-১৯ এর সাথে লড়তেই পারবা না কারণ আমরা ভাইরাসটাকে দেখতে পাচ্ছি না?’

‘আমরা ঠিক পারব লড়তে’, সারার মা বলে উঠলেন, ‘আর সেই জন্যই তো আমরা নিজেদের সুরক্ষিত রাখবো। ভাইরাসটা নানা ধরণের মানুষকে আক্রান্ত করে তবে আমরা সবাই মিলে এটার একসাথে মোকাবিলা করতে পারি। তোমরা ছোটরা খুবই স্পেশাল আর তোমরাও সাহায্য করতে পারো এই লড়াইয়ে। তাই তো তোমায় সুরক্ষিত থাকতে হবে কারণ তোমাকে যে আমার হিরো হতে হবে ! ’

রাতে ঘুমনোর সময় সারার নিজেকে একটুও হিরোর মত মনে হচ্ছিলনা। মন চাইছিল স্কুলে যেতে, বন্ধুদের সাথে দেখা করতে। কিন্তু স্কুল তো বন্ধ কারণ সেটা তো এখন সুরক্ষিত নয়। সারার মন খুব খারাপ লাগতে লাগল। মনে মনে ভাবতে লাগল কবে এই করোনা ভাইরাস টা প্রিয় সবাইকে ভয় দেখানো বন্ধ করবে।

নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল সারা, 'আচছা সব হিরোদের তো কোন না কোন সুপার পাওয়ার থাকে। আমার কি কোন সুপার পাওয়ার আছে ?'

হঠাৎ করে এর মধ্যে অন্ধকারের মধ্যে থেকে কেউ সারার নাম ডাকে৷

চমকে উঠল সারা। প্রশ্ন করলো, 'কে আছে ? কে ডাকছে ?'

আবার সেই মৃদু গলায় কে একজন প্রশ্ন করলো সারাকে, 'হিরো হওয়ার জন্য কি প্রয়াজন সারা ?'

সারা নির্দ্বিধায় বলে উঠল, 'আমার একটা উপায় চাই, এমন একটা উপায় যার সাহায্যে আমি সারা পৃথিবীর বাচছাদের বলতে পারি যে তারা কিভাবে নিজেদের সুরক্ষিত আর সুস্হ রাখতে পারবে কারণ তারা সুস্হ থাকলেই তো অন্যদের সুরক্ষিত রাখবে।

আবার সেই গলা প্রশ্ন করে উঠল, 'এর জন্য আমি কি ভাবে তোমার কাজে সাহায্য করতে পারি ?'

সাথে সাথেই সারা বলে উঠল, 'আমার এমন একটা কিছু চাই যা উড়তে পারে, যার আওয়াজ অনেক জোরদার, অনেকে শুনতে পাবে- মানে যা আমার কাজে খুব সাহায্য করতে পারবে !'

সারার কথা শেষ হতে না হতেই হুশ করে শব্দ করে চাঁদের আলোয় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখ্য দিলো তার সামনে।

‘তুমি কে ?’ চমকে উঠে প্রশ্ন করলো সারা।

‘আমি হলাম পক্ষীরাজ। আমার নাম পিকলু’ সে বলল।

‘আমি কোনোদিন পক্ষীরাজ দেখিনি’ সারা উত্তর দিলো।

পিকলু বলল, ‘আমি তো সব সময় আছি তোমার সাথে। আমি তো তোমার মনের ভিতর থেকে এলাম এখন।’

খুব খুশি হয়ে সারা বলল, ‘তুমি আমার সাথে থাকলে আমরা পৃথিবীর সব বাচ্ছাদের কাছে যেতে পারব আর ওদের করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার উপায় বলতে পারব। আর আমিও হতে পারব হিরো !’

বলেই থমকে গেল সারা, ‘কিন্তু এখন কি আমাদের বাইরে যাওয়া ঠিক হবে ? চারিদিকে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে বেরনো কি সুরক্ষিত হবে ?’

‘আমার সাথে তুমি থাকলে তোমার কোন ক্ষতি আমি হতে দেবনা। সব নিয়ম মেনে আমারা বেরবো’ বলল পিকলু।’

পিকলুর কথা শুনে সারা আর দেরি না করে চেপে পড়লো পক্ষীরাজ পিকলুর পিঠে। পিকলু শোওয়ার ঘরের জানলা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল খোলা আকাশে। আকাশে চাঁদ আর তারাদের সাথে সারার আলাপ হল আর দুজনে উড়ে চলল রাতের আকাশে।

ভোর হলে সারা আর পিকলু পৌঁছে গেল মরুভূমির দেশ মিশর /ইজিপ্টে। খুব সুন্দর এক জায়গায় তারা দেখতে পেলো কিছু বাচ্ছারা খেলা করছে, নিয়ম মেনে- নিজেদের মধ্যে দূরত্ব রেখে।

সারা আর পিকলুকে দেখে তারা আনন্দে হাত তালি দিয়ে উঠল। তাদের মধ্যে একজন, নাম সালিম, দূর থেকে নিজের পরিচয় দিল সারাকে। বলল, 'আমাদের দেশে তোমাকে স্বাগত জানাই। আমার নাম সালিমু !দঃখিত যে তোমাকে কাছ থেকে স্বাগত জানাতে পারছিনা। জানো তো আমাদের এক মিটার দূরত্ব মেনে চলতে হচ্ছে করোনা ভাইরাসের জন্য।'

'হ্যাঁ, আর সেই জন্য তো আমি আর পিকলু এসেছি তোমাদের কাছে।' বলে উঠল সারা, 'আমরা বাচ্ছারা আমাদের পরিবার, বন্ধু, দাদু, দিদাদের যাতে সুরক্ষিত রাখতে পারি তার জন্য...'

সারার কথা শেষ হওয়ার আগেই সালিম হেসে বলে উঠল, 'তার জন্যে আমাদের হাত, সাবান দিয়ে ধুতে হবে। আমরা জানি সারা ! আমরা কাশার সময় নিজেদের মুখ কনুই দিয়ে ঢেকে রাখি । কারোর সাথে হাত মেলাইনা, দূর থেকে নমস্কার করি বা হাত নাড়ি। আমরা চেষ্টা করি বাড়ির ভেতরে থাকতে, বেরোলেই মুখে মাস্ক দিয়ে বেরোই। কিন্ত আমাদের থাকার জায়গা গুলোতে বড্ড ভীড়, তাই সবাই ভেতরে থাকতে পারেনা।'

পিকলু বলল, 'এই ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে পারি। করোনা ভাইরাসকে দেখা যায়না, কিন্ত লোকে আমাকে দেখতে পাবে ! তোমরা দূজনে উঠে পড় আমার পিঠে। তবে হ্যাঁ, এক মিটার দূরে আমার ডানার দুই ধারে বসবে।'

সারা আর সালিমকে নিয়ে পিকলু পাড়ি দিল আকাশে। শহরের উপর দিয়ে যেতেযেতে, পিকলু গুনগুন করে গান ধরল। এর মধ্যে শহরের এক জায়গায় বাচ্ছাদের খেলতে দেখে সালিম চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, ‘যাও সবাই বাড়ির ভেতরে থাকো। এক মাত্র ভেতরে থাকলেই আমরা আর আমাদের পরিবার সুরক্ষিত থাকবে।’

শহরের লোকজন অবাক হয়ে পিকলু আর সালিমকে দেখতে লাগলো। ওর কথা শুনে বলল, ‘আচ্ছা, আমরা বাড়ির ভেতরেই থাকবো।’

এর পর পিকলু আকাশে আরও ওপরে উড়তে লাগলো। সালিমের ভীষণ মজা লাগছিল সারা আর পিকলুর সাথে উড়তে। সেই সময় আকাশে একটা এরোপ্লেন দেখতে পেলো ওরা। এরোপ্লেনর যাত্রীরা ওদের দেখে একেবারে অবাক !

সালিম বলে উঠল, ‘মানুষদের আবার আস্তে আস্তে ঘোরাফেরা বন্ধ করতে হবে। সব দেশ এখন তাদের সীমানা বন্ধ করেছে, যাতায়াতের পথ বন্ধ করেছে। আমাদের সবাইকে এখন নিজেদের প্রিয়জনেদের কাছে থাকা উচিৎ।’

সালিমের কথা শুনে সারা বলে ফেলল, ‘সবকিছু কেমন পালটে যাচ্ছে। এতো তাড়াতাড়ি সব বদলে যাচ্ছে যে খুব ভয় লাগছে আমার।’

‘হ্যাঁ, ভয় পাওয়া আর ঘাবড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক এই সময়। আমি যখন ভয় পাই, আমি আস্তে আস্তে নিশ্বাস নিই আর নিশ্বাস ছাড়ার সময় আগুনের গোলা ছাড়ি... ঠিক এই ভাবে’ কথা শেষ হতেই পিকলু নিজের মুখ দিয়ে একটা আগুনের গোলা ছাড়ল আকাশের দিকে।

হেসে পিকলু বলল, ‘এবার বল, তোমরা ভয় পেলে কিভাবে সেই ভয় দূর করবে ?’

‘হূম ম্ ম্...’ একটু ভেবে সারা বলল, ‘আমি ভয় পেলে আমার প্রিয়জনেদের কথা ভাবতে ভালবাসি। ওদের কথা ভাবলে আমার নিজেকে খুব সুরক্ষিত মনে হয়।’

‘হ্যাঁ, আমিও ওদের কথা ভাবতে ভালবাসি’ বলল সালিম ‘যেমন আমার দাদু দিদার কথা। ওনাদের কথা খুব মনে পড়ে এখন আমার। গলা জড়িয়ে আদরও করতে পারিনা পাছে ওনাদের করোনা ইনফেকশণ হয়ে যায় আমার থেকে। আগে প্রতি শনিবার আর রবিবার দেখা হতো। এখন তা হয়না কারণ ওনাদের সুরক্ষার জন্য না দেখা করাই ভাল।’

সারা জিজ্ঞাসা করলো, ‘তোমার ওনাদের সাথে ফোনে কথা হয়না ?’

‘হ্যাঁ, একদম’ উত্তর দিল সালিম ‘ আমাদের রোজ কথা হয়। আমি ওনাদের জানাই আমি সারা দিন কি কি কাজ করি। এই কথাগুলো হলে আমার ভাল লাগে। ওনাদেরও ভাল লাগে শুনতে’

‘এই অবস্থায় প্রিয়জনদের মিস্ করা খুবই স্বাভাবিক’ বলে উঠল পিকলু। ‘এর থেকেই তো বোঝা যায় যে আমারা তাদের কতো ভালবাসি৷ আচ্ছা, আরও অন্য হিরোদের সাথে আলাপ হলে কি তোমাদের মন একটু ভাল লাগবে ?’ প্রশ্ন করলো পিকলু।

‘হ্যাঁ, খুব ভাল লাগবে!’ সারা আনন্দের সাথে বলে উঠল৷

পিকলু বলল, ‘ঠিক আছে, তাহলে চলো আমরা যাই আমাদের স্পেশাল বন্ধু আশার কাছে। ওর কাছে এক সুপার পাওয়ার আছে!’

পিকলু আবার পৃথিবীর কাছে এসে একটা ছোট গ্রামের পাশে নামলো। সেখানে বাড়ির বাইরে ফুল তুলছিল একটি ছোট্ট মেয়ে।

পিকলুকে দেখে মেয়েটি খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে পিকলু !তুমি এখানে ! এরা কারা ?সরি, আমি তোমায় কাছে গিয়ে আদর করতে পারবনা তাই এখন এক মিটার দূরত্ব রেখেই স্বাগত জানাই'

পিকলু খুশি হয়ে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, আমি তোমার ভালবাসা ঠিক বুঝতে পেরেছি। কি মজা লাগে ভেবে যে আমরা কিভাবে নানা কথার মধ্যে দিয়ে আমাদের ভালবাসা প্রকাশ করতে পারি, তাই না ?' সালিম আর সারার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এরা আমার বন্ধু। তোমার সাথে আলাপ করতে নিয়ে এসেছি। তোমার সুপার পাওয়ার-এর কথা জানতে এসেছে ওরা !'

অবাক হয়ে আশা বলে, 'আমার সুপার পাওয়ার ? সেটা কি?'

পিকলু বলল, 'তোমার পরিবারের একজনের করোনা ইনফেকশন হয়েছে আর তাই তুমি বাড়িতে থাকছ যাতে অন্য কারোর মধ্যে এই ইনফেকশন না ছড়ায়।'

'হ্যাঁ, আমার বাবার করোনা ইনফেকশন হয়েছে' আশা বলল, 'সেই জন্যই তো বাবা নিজের বেডরুমেই আছেন। সেখান থেকে বেরচ্ছেন না যতদিন না পুরোপুরি ভাবে সুস্হ হয়ে উঠবেন।'

‘তবে সব এতো খারাপও নয়’ আশা বলল। ‘আমরা একসাথে খেলা করি, রান্না করি, বাগানে সময় কাটাই... আমার ভাই আর আমি পায়ের আঙ্গুল ছুঁতে চেষ্টা করি আর নাচ করি। মাঝে মাঝে আমি পড়াশোনাও করি কারণ স্কুলের কথা খুব মনে পড়ে। প্রথম প্রথম বাড়িতে থাকতে খুব খারাপ লাগতো, কিন্তু এখন আর মনে হয়না।’

‘তুমি এতো সহজে যা বললে তা করা এতো সহজ নয়’ বলল পিকলু। ‘তুমি এতো অসুবিধার মধ্যে বাড়িতে থেকে, সবাইকে নিয়ে আনন্দ আর খুশি খুঁজে নিতে পেরেছ। তাই তো তুমি আমার হিরো’ হেসে বলল পিকলু।

সালিম জিজ্ঞাসা করলো, ‘আচ্ছা, তোমার পরিবারের মধ্যে ঝগড়া হয়না ?’

আশা উত্তর দিল, ‘কেন হবেনা ? মাঝে মাঝেই হয়। আমাদের এখন একটু বেশি ধৈর্য্য, একটু বেশি বোঝার ক্ষমতা রাখতে হয়। তার থেকেও বেশি, খুব তাড়াতাড়ি একে অপরকে সরি বলে ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়। এটা সত্যি একটা সুপার পাওয়ার কারণ আমারা চাইলে শুধু নিজেকে নয়, অন্যকেও ভাল রাখা যায়। তবে আমার নিজের সাথে সময় কাটাতে বেশ ভালোই লাগে... একটু নাচ, একটু গান... নিজের মনে। আমার বন্ধুদের সাথেও কথা হয় মাঝে মাঝে...’

এর মধ্যে সারা জিজ্ঞাসা করলো, ‘আচ্ছা, যাদের বাড়ি নেই বা যারা নিজেদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে, তারা কিভাবে আছে এই সময়?’

পিকলু বলল, ‘খুব ভাল প্রশ্ন। চলো আমারা গিয়ে খবর নিই।’

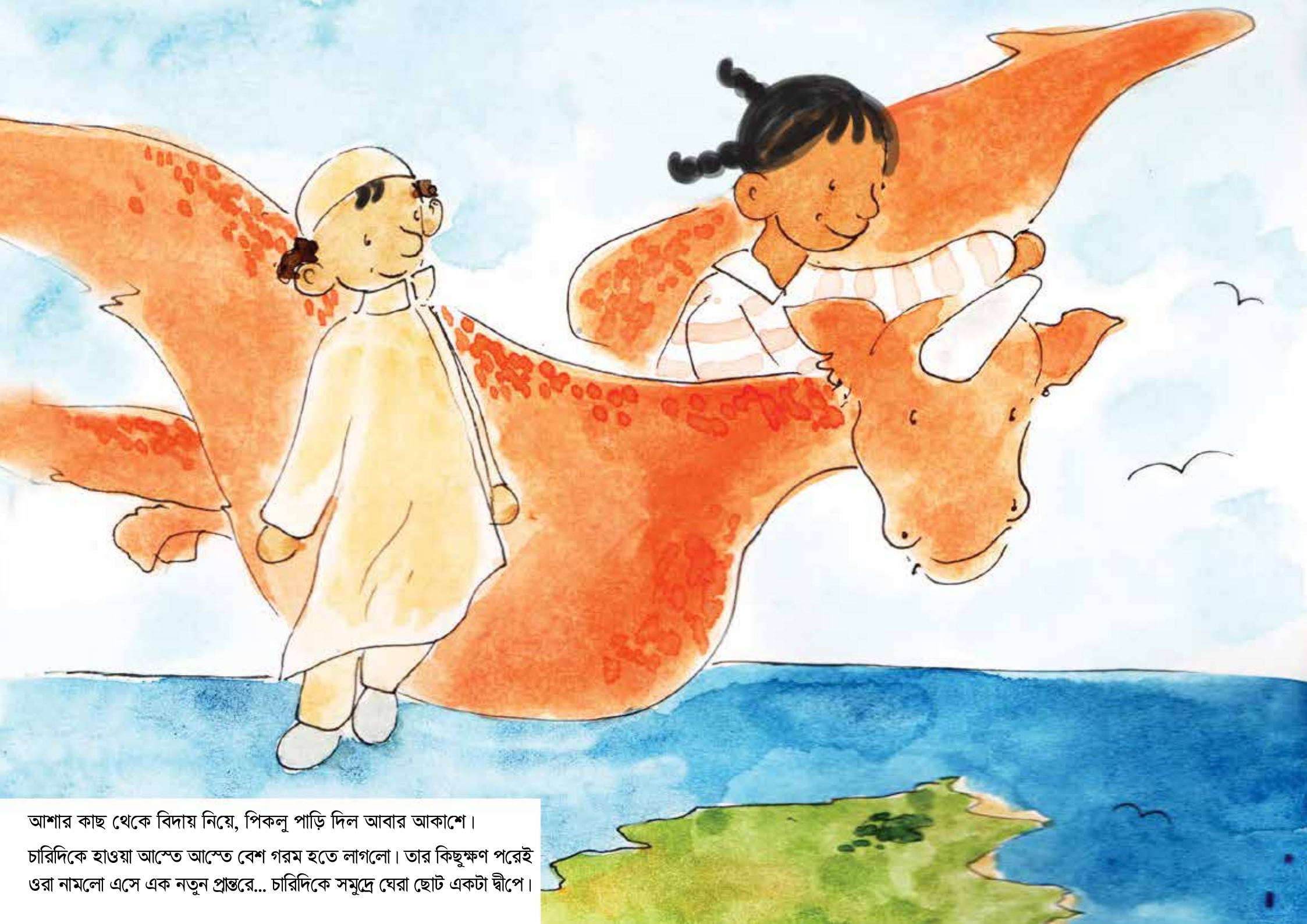

আশার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, পিকলু পাড়ি দিল আবার আকাশে।

চারিদিকে হাওয়া আস্তে আস্তে বেশ গরম হতে লাগলো। তার কিছুক্ষণ পরেই ওরা নামলো এসে এক নতুন প্রান্তরে... চারিদিকে সমুদ্রে ঘেরা ছোট একটা দ্বীপে।

দ্বীপের মধ্যে ওরা দেখল বেশ কিছু মানুষ শিবিরেই থাকছে।

ওদের দেখে একটি ছোট্ট মেয়ে এগিয়ে এসে পিকলুকে বলল, 'পিকলু! তোমার সাথে দেখা হয়ে আমার খুব ভাল লাগছে। আমরা তো এক মিটার দুরে দুরে থাকছি, তাই আমি এখান থেকেই তোমাদের সাথে কথা বলবো। তোমার বন্ধুরা কারা? ওদের সাথে আলাপ হলে আমার খুব ভাল লাগবে। আমার নাম লীলা।'

সারা দুর থেকেই বলল, 'হ্যালো লীলা, আমার নাম সারা আর আমার বন্ধুর নাম সালিম। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমার করোনা ভাইরাসের সাথে খুব ভালা ভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছ। আর কি করছো তোমরা?'

লীলা বলল, 'আমরা ২০ সেকেন্ড করে বার বার সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছি।'

'আর কাশির সময় কি তোমরা হাতের কনুই দিয়ে মুখ ঢেকে কাশছ?' জিজ্ঞাসা করলো, সালিম।

লীলা ওকে বলল, 'সেটা কিভাবে একটু দেখিয়ে দেবে আমাদের?' লীলার কথায় সালিম ওদের দেখিয়ে দিল কিভাবে কনুই দিয়ে মুখ ঢেকে কাশতে হয়।'

লীলা বলতে লাগলো, 'আমরা সবাই চেষ্টা করছি খুব সাহসী হতে কিন্তু আমরা সবাই খুব চিন্তিত। আমি কেন চিন্তিত সেটা কি আমি তোমাকে বলতে পারি পিকলু? আমরা শুনলাম যে এই শিবিরে একজন অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। আমার খুব ভয় লাগছে। আচ্ছা পিকলু, করোনা ভাইরাস থেকে কি মানুষ মারা যেতে পারে?'

একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিকলু মাটিতে বসে পড়লো।

‘হ্যাঁ, আমার ছোট্ট হিরোরা, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার’ বলে বোঝাতে লাগলো পিকলু, ‘কিছু মানুষকে দেখে একেবারেই অসুস্হ লাগেনা, আবার কিছু কিছু মানুষ খুবই অসুস্হ হয়ে পড়ে, আর কিছুজন খুব অসুস্হ হয়ে মারাও যায়। তাই তো আমাদের সাবধানে রাখতে হবে বয়স্ক লোকেদের আর যাদের অন্য অসুখ আছে কারণ তাদের করোনা ভাইরাস হলে তারা খুব অসুস্হ হয়ে পড়বে। তোমরা যখন ভয় পাবে বা নিজেদের খুব অসুরক্ষিত বলে মনে করবে, তখন মনে মনে এমন জায়গায় চলে যাবে যেখানে তুমি নিজেকে খুব সুরক্ষিত মনে কর। তোমরা কি আমার সাথে এটা করার একবার চেষ্টা করবে ?’

বাচছারা সবাই রাজি হয়ে গেল। পিকলু সবাইকে বলল, ‘চোখ বন্ধ করে এমন একটা জায়গার কথা ভাব তো তুমি খুব সুরক্ষিত যেখনে।’

পিকলু বলতে লাগলো, ‘মনে মনে এমন জায়গা বা স্মৃতির কথা ভাব যেখনে তুমি নিজেকে খুব সুরক্ষিত মনে করেছিলে।’

বাচছারা চোখ বন্ধ করে পিকলুর কথা শুনতে লাগলো। পিকলু বলে চললো, ‘তোমরা তোমাদের সুরক্ষিত জায়গায় কি দেখতে পারছ ? কি শুনতে পাচছ ? কোন গন্ধ পাচছ কি ? তোমরা কি তোমাদের কোন প্রিয়জনকে চাইবে এই সুরক্ষিত জায়গায় ডাকতে ? আর ডাকলে কি কথা বলবে তাদের সাথে ?’

‘তোমাদের যখন মনে হবে তোমরা তোমাদের সুরক্ষিত জায়গায় যেতে পারো’ পিকলু বলল। ‘এটা তোমাদের সুপার পাওয়ার। আর এই সুপার পাওয়ার তোমরা অন্যদেরকেও জানাতে পারো। আর মনে রাখবে, আমি তোমাদের সবাইকে খুব ভালবাসি... আর আরও অনেকে আছে যারা তোমাদের ভালবাসে। সেটা ভাবলেও ভয় কমে যাবে তোমাদের।’

লীলা সব শুনে বলল, ‘আমরা সবাই একে অপরের যত্ন নিতে পারি, ভালবাসতে পারি।’

‘ঠিক বলেছ লীলা’ বলল পিকলু। ‘আমরা যেখানেই থাকি না কেন, এক অপরের প্রতি যত্ন আর ভালবাসা দেখাতেই পারি’ বলে লীলাকে পিকলু জিজ্ঞাসা করলো, ‘তুমি কি চাও আমাদের শেষ একটা যাত্রায় আমাদের সাথে আসতে ?’

লীলা খুব খুশি হয়ে যেতে রাজি হল পিকলু আর তার নতুন বন্ধুদের সাথে। লীলা জানত যে এখন ওদের একে অপরের সাহায্য করা দরকার। লীলা আর বাকিরা চুপচাপ পিকলুর পিঠে চড়ে পাড়ি দিল আরেক দেশের উদ্দেশ্যে। অবশ্য ওরা দূরে দূরেই বসলো নিয়ম অনুযায়ী। পিকলুর বিশাল দুটো ডানায় অনেক জায়গা ওদের তিনজনের জন্য। সবাই চুপচাপ, কিন্তু লীলা মনে মনে বুঝতে পারল যে মুখে না বললেও ওর নতুন বন্ধুরা ওকে খুব ভালবাসে।

আস্তে আস্তে দূরে বরফে ঢাকা পাহাড় দেখা দিল। একটা ছোট শহরে এসে পিকলু নেমে পড়লো। সেখানে কিছু বাচ্ছারা একটা ছোট নদীর ধারে খেলছিল।

তাদের মধ্যে একজন পিকলুকে দেখে খুশিতে হাত নেড়ে ডেকে উঠল, 'পিকলু!'

পিকলু হেসে বলল, 'হ্যালো কিম!' বাকিদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তোমাদের আমার আরেক বন্ধুর সাথে আলাপ করাতে চাই। কিম আর ওর বন্ধুরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল কিন্তু এখন ওরা পুরোপুরি ভাবে সুস্থ্য।'

সালিম জিজ্ঞাসা করলো, 'কেমন মনে হয়েছিল তখন তোমাদের?'

'আমার কাশি হয়েছিল, শরীরও বেশ গরম লাগতো মাঝে মাঝে। বেশিরভাগ সময় খুব ক্লান্ত লাগতো নিজেকে, খেলতে ইচ্ছে করতো না মাঝখানে কিছুদিন... অনেকটা সময় আমি ঘুমিয়ে থাকতাম। তবে আমার পরিবার আমার যত্ন নিয়েছে ওই সময়। আমার মা, বাবা, দাদু এবং দিদাকেও হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। সেখানে ডাক্তার ও নার্সরা খুব ভাল ভাবে ওনাদের যত্ন নেন, আর তাই ওনারা কিছুদিন পরে ফিরে আসেন বাড়িতে। এই সময় আমাদের পাড়ার সবাই খুব সাহায্য করেছিল আমাদের। এখন আমরা সবাই ঠিক আছি।'

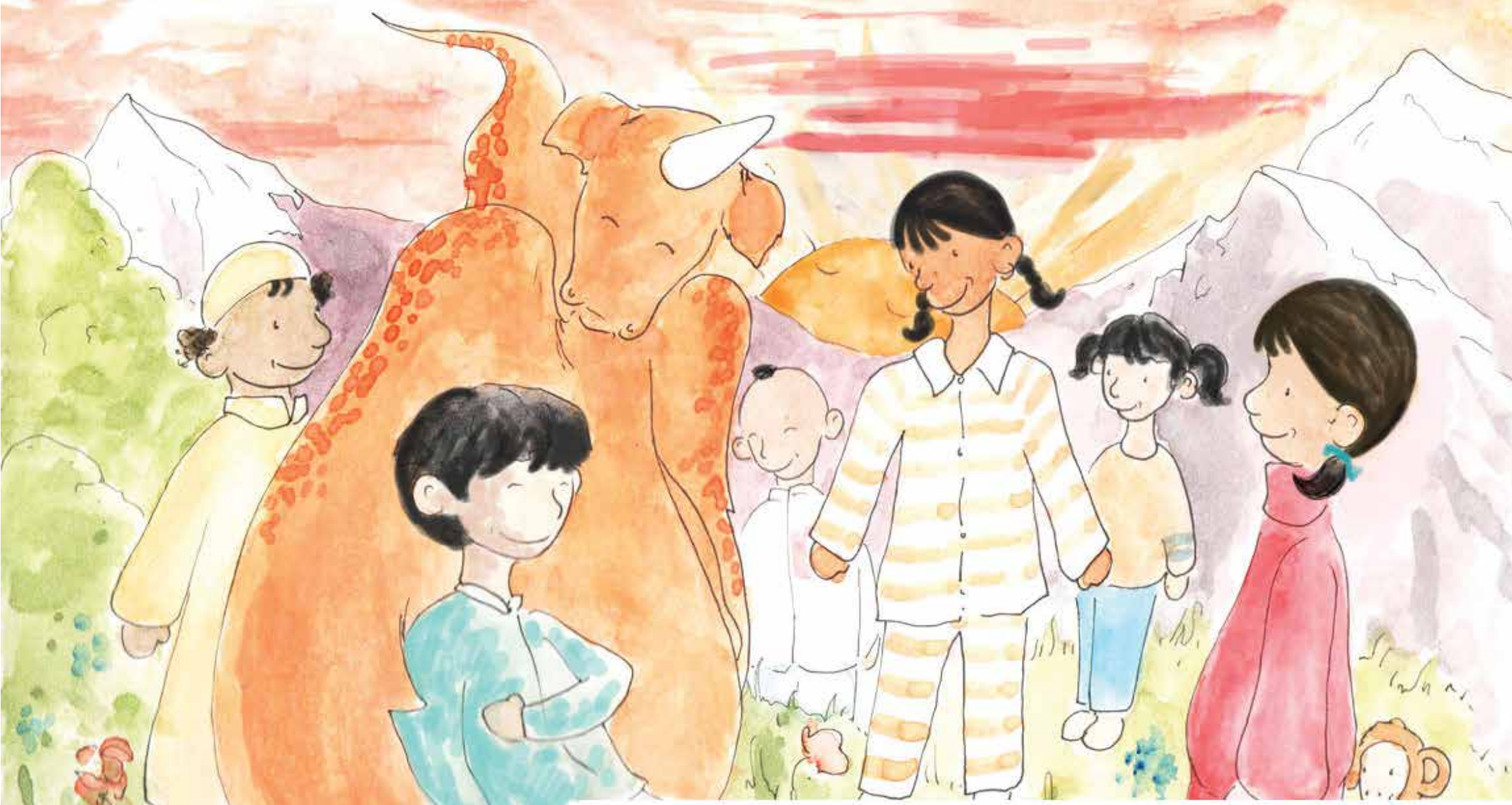

পাশ থেকে আরেকটি ছেলে বলে উঠলা, ‘আমি কিমের বন্ধু। কিমের করোনা ভাইরাস হয়েছে বলে আমি কিন্তু ওকে ভালবাসা বা ওর জন্য চিন্তা করা ছেড়ে দিই নি। কিছুদিন খেলতে পারিনি আমরা। তবে এখন আমরা আবার খেলতে পারছি বলে আমি খুব খুশি।’

‘ঠিক বলেছ !’ বলল পিকলু। ‘অনেক সময় আমরা যাদের ভালবাসি তাদের নিরাপদ রাখার জন্য আমাদের নিজেকে দূরে রাখতে হয় কারণ সেটাই সবার জন্য ভাল।’

‘হ্যাঁ, আমরা একে অপরের জন্য করতেই পারি’ লীলা বলল।

‘আর এই ভাবেই আমরা সবাই আবার একদিন একসাথে খেলতে পারব, একসাথে স্কুলে যেতে পারব’ বলল সালিম।

এবার বাড়ি ফেরার সময় হয়ে যাচ্ছিল, তাই সারা তার নতুন বন্ধুদের বিদায় জানালো। সবাই একে অপরের কথা, তদের এই সুন্দর অভিযানের কথা মনে রাখবে বলে তারা মনে মনে শপথ নিল।

সারা বুঝতে পারল যে হয়ত আগামি অনেক অনেক দিন ওর বন্ধুদের সাথে দেখা হবেনা, কিন্তু তখন ওর কিমের বন্ধুর কথা মনে পড়ল। সারার মনে পড়ল যে দেখতে না পেলেও তারা একে অপরকে ভালবাসতে পারবে, একে অপরের কথা ভাবতে পারবে। কাউকে দেখতে না পেলে কি ভালবাসা যায়না ? নিশ্চই যায়।

পিকলু সবাইকে তাদের বাড়ি পৌঁছে, শেষে এলো সারাকে তার বাড়ি পৌঁছাতে, অপেক্ষা করলো সারা ঘুমিয়ে পড়া অবধি।

ঘুমনোর আগে সারা প্রশ্ন করলো পিকলুকে, ‘আমরা কি কালকেও এইভাবে ঘুরতে যেতে পারি ?’

পিকলু বলল, ‘না সারা, এখন তোমায় নিজের পরিবারের সাথে থাকার সময়। আমাদের গল্প, আমাদের অভিযানের কথা তুমি মনে রেখো। মনে রেখো যে আমরা যাদের ভালবাসি, তাদের সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে আমরা সব সময় সাবান দিয়ে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোবো আর বাড়ির ভেতরে থাকবো। আমি তো তোমার সাথেই আছি। যখন তুমি তোমার নিরাপদ আর সুরক্ষিত জায়গায় যাবে... তোমার মনের ভেতরে... আমাকে সেখানে পাবে।’

মৃদু গলায় সারা বলল, ‘তুমিই আমার হিরো !’

হাল্কা হেসে পিকলু বলল, ‘আর তুমি আমার হিরো। তোমাকে যারা ভালবাসে, তুমি তাদের সকলের হিরো।’

সারা ঘুমিয়ে পড়লো। পরের দিন সকালে যখন সারা ঘুম থেকে উঠল, তখন পিকলু চলে গেছে। সারা নিজের সুরক্ষিত আর নিরাপদ জায়গায় চলে গেল পিকলুর সাথে কথা বলতে। পিকলুর সাথে কথা বলে, সারা তার অভিযানে যা যা শিখেছে তা কাগজে এঁকে ফেলল। ছবি আঁকা শেষ হলে, সারা দৌড়ে যায় তার মায়ের কাছে ছবিগুলো দেখাতে।

সারা আনন্দের সাথে বলল, 'মা, আমি জানতে পেরেছি আমরা কিভাবে লোকেদের সুরক্ষিত রাখতে পারি। আর জানো, আমি কত হিরোদের সাথে আলাপ করলাম আমার এই অভিযানে!'

'তুমি একদম ঠিক বলেছ সারা' মা বলল, 'তোমার কথা শুনে আমার মনে পড়ে গেলো সেই হিরোদের কথা যারা আমাদের করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন- যেমন ডাক্তার, নার্স ইত্যাদি।' সারাকে আদর করে মা আরও বলল, 'কিন্তু তুমি আমায় মনে করিয়ে দিয়েছ যে আমরা সবাই হিরো হতে পারি আমাদের জীবনে, প্রতিদিন। আর আমার জন্য তুমি হলে সব থেকে বড় হিরো!'